দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

এইচএসসি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ হোক

আজ ১৭ জুন। চারটি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা শুরু। এবার চারটি বোর্ডের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৫৩৪ জন। দেশে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৬৬৫। উপকেন্দ্র ১০৫। প্রবাসে ১০ কেন্দ্রে পরীক্ষা নেয়া হবে।

এ পরীক্ষা এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়ে সম্প্রতি কিছু কথা হয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডের কোন কোন এলাকার পরীক্ষার্থীরা এ সময়ে পরীক্ষা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেছিল। তাদের যুক্তি হচ্ছে–১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষার তারিখ সরে গিয়েছিল দুবার ঘূর্ণিঝড় এবং নকলের জন্য। ফলে তাদের এইচএসসির সেশন অনেক পরে শুরু হয়েছিল। শেষ হয়নি তাদের পাঠ্যক্রম। মনে হয় শেষ পর্যন্ত তারাও রাজী হয়েছে ১৭ জুন থেকে পরীক্ষায় বসবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে অতীত অভিজ্ঞতা হচ্ছে পরীক্ষার তারিখ পিছান হলে অধিকাংশ ছাত্রই বিপাকে পড়ে। পরীক্ষার প্রস্তুতির তেমন কোন হেরফের হয় না।

সম্প্রতি বিতর্ক দেখা দিয়েছিল চারটি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা সম্পর্কে ৭ দফা নির্দেশ নিয়ে। এই নির্দেশের একটি দফা সম্পর্কে তীব্র আপত্তি ছিল শিক্ষক সমাজের। এই দফায় বলা হয়েছিল–কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে যে কলেজের ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবে সে কেন্দ্রে সে কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকা পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। শিক্ষকদের আপত্তি ছিল যে এ শর্ত তাদের পক্ষে অবমাননাকর। এ শর্তে সুস্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শিক্ষকেরা নিজেদের ছাত্রছাত্রীদের অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তা করে। অনেক আলোচনা পর এ শর্তটি প্রত্যাহার করা হয়েছে বোর্ডের ৭ দফা নির্দেশ থেকে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরো জানিয়েছেন যে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিজিল্যান্স টিমের সকল ব্যয় তারাই বহন করবেন।

তবে বোর্ডের নির্দেশের তৃতীয় দফা যেমন ছিল তেমনই আছে। ৩ দফায় বলা হয়েছিল–কেন্দ্র ও কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকা বা অন্য যে কোন ব্যক্তির কারণে পরীক্ষা চালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলে কেন্দ্র বাতিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাকরিচ্যুতি, সরকারী অনুদান বন্ধ এবং কলেজের স্বীকৃতি বাতিল করা যেতে পারে।

চারটি শিক্ষা বোর্ডের ৭ দফার এই শর্তটি সম্পর্কে আমি এ কলমে ১২ জুন লিখেছিলাম। আমার অভিমত ছিল ভিন্ন কোন ব্যক্তির আচরণের জন্য পরীক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলে কলেজের স্বীকৃতি বাতিল কি যুক্তিযুক্ত হবে? আমার লেখার জবাবে জানান হয়েছে ভিন্ন কথা। একটি মহল থেকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে এ ধরনের কঠিন ব্যবস্থা নেবার কথা থাকলে স্থানীয় জনগণ সতর্ক হবে। কলেজের স্বীকৃতি রক্ষার জন্য তারাও দুষ্কৃতকারীদের ঠেকাতে চেষ্টা করবে। স্থানীয় জনগণ সতর্ক হলে পরীক্ষা কেন্দ্রে আদৌ গোলযোগ হবার আশংকা থাকবে না।

কথার পিঠে কথা হিসাবে এ জবাব নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এতে লঘু পাপে গুরুদন্ড হবার আশংকা থেকে যাবেই। কারণ আমাদের সাম্প্রতিককালের পরীক্ষার ইতিহাস আদৌ বড়াই করার মত কিছু নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর কোন এক বছরে পরীক্ষায় শতকরা ৯৮ জনও উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার পরবর্তী বছরে পাসের হার দাঁড়িয়েছে শতকরা দেড় থেকে দু'জনে। এতে উচ্ছৃংখলতা এবং কড়া-কড়ির উভয় চিত্র থাকলেও এ পরিস্থিতি আদৌ স্বাভাবিক নয়। লক্ষ্যণীয় যে সে কালে সহজে পাস করার জন্য পিতা পিতামহী মাতা মাতামহীদের বয়সের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও কম ছিল না। দেখা গেছে স্ত্রীকে নকল সরবরাহ করেছে স্বামী। মাতাকে পুত্র। আজ পরীক্ষার হলে সে চিত্র না থাকলেও হঠাৎ করে সব কিছু সাজান–গোছান পরিপাটি হবে তা আশা করা ঠিক হবে না। তাই পান থেকে চুন খসলেই কলেজের স্বীকৃতি বাতিলের মত সিদ্ধান্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তবে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সকল কড়াকড়ির প্রচন্ড সমর্থক হয়েও আমি কথাগুলি বলতে চাই ভিন্ন পরি-প্রেক্ষিতে। কথাগুলি হচ্ছে নকল বন্ধ করা নিয়ে। আমি যতদূর জানি নকল বন্ধ করার জন্য ক'বছর আগে পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে কড়াকড়ি করা হয়েছিল। এ কথা সকলেরই জানা যে দেশে কতগুলি কলেজ বেঁচে ছিল এ সকল কলেজে পরীক্ষার কেন্দ্র থাকায়। এ সকল কেন্দ্রের শতকরা আশি থেকে নব্বই জন পরীক্ষার্থীই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত। এ নিয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলে এই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়। দেখা যায় যে পরবর্তী বছরেই ছাত্রছাত্রীর অভাবে এ সকল কলেজ বন্ধের উপক্রম হয়েছে। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে অনেক দেন–দরবারের পর এ ধরনের অনেক কলেজেই আবার পরীক্ষার কেন্দ্র দেয়া হয়েছে। এ সকল কলেজে আবার ছাত্র ভর্তি হচ্ছে নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কাদের প্রভাবে নতুন করে এ ঝুঁকি নিলেন তা আমি বুঝতে অক্ষম। তাই মনে করার কারণ ঘটে যে এ ধরনের নতুন কেন্দ্র খুলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ আটঘাট বাঁধতে চাচ্ছেন নতুন শর্ত জুড়ে দিয়ে।

এরপর আছে শিক্ষক ও শিক্ষার প্রশ্ন। দেশের অধি-কাংশ কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। অনেক কলেজে ইংরেজী বা বাংলার শিক্ষকও নেই। একটি কলেজে দেখেছি জন্ম থেকে বিজ্ঞান চালু হলেও কোনদিন পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক ছিল না। অথচ প্রতি বছর ঐ কলেজ থেকে বিজ্ঞানে পরীক্ষা দিচ্ছে। পাস করছে। মাত্র ক'দিন আগে একটি সরকারী কলেজের খবরে বলা হয়েছে–কলেজে ৪৮ জনের মধ্যে ৩৬ জন শিক্ষক নেই। এমন কি অধ্যক্ষ নেই দীর্ঘদিন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলতে পারেন এ সকল কলেজে কি শিক্ষা দেয়া হয়। কারা শিক্ষা দেয়। কোন শিক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় বসে। আর এ নিয়ে দেন–দরবারও কম হয় না। ঢাকায় শিক্ষা ভবন আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের করিডর এই দেন–দরবারের মোক্ষম জায়গা। এখানে দেন–দরবার হয়। তদ্বিরে বদলী হয়। বদলীর নির্দেশ পাল্টান হয়। কিন্তু কলেজের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ হয় না। হয় না নিয়মিত ক্লাস। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই একটি ব্যাপারে সাফল্যের সাথে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন বছরের পর বছর।

এরপর আছে রেজিস্ট্রেশন এবং এডমিট কার্ডের সমস্যা। প্রতি বছর দেখা যাবে কোন না কোন কলেজে এ নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। সময়মত রেজিস্ট্রেশন হয়নি। তাই প্রবেশপত্র দেয়া হচ্ছে না পরীক্ষার্থীকে। অথচ তাদের পূরণ করা ফরম গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রহণ করা হয়েছে পরীক্ষার ফি। অর্থাৎ একটি বিরাট সংখ্যক পরীক্ষার্থীর প্রতি বছর পরীক্ষা দেয়া হচ্ছে না এই সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বোর্ডের ব্যর্থতার জন্য। মাত্র ক'দিন আগে একটি কলেজ থেকে এমনি প্রবেশপত্র সংগ্রহ করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান হয়েছিল। বলা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশের জন্য। তারপর কি হয়েছে জানি না। শুধু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু অনুধাবন করতে পারি যে হয়ত রজত মূল্যে প্রবেশপত্র পাবার ব্যবস্থা হয়েছে। নইলে আমাদের দফতর পর্যন্ত তাদের পদধূলি পড়তই।

এসব সমস্যা আগেও ছিল। এখনও আছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। কলেজ আছে। পরীক্ষার কেন্দ্র বাতিল হয়ে আবার বহাল হয়েছে। সাহায্য অনুদানের শর্তে স্পষ্ট করে লিখা আছে– পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে অনুদানে টান পড়তে পারে। তাই লেখাপড়া হোক বা না হোক পাস করান অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পেটে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য।

আমার কথা হচ্ছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ আদর্শ পরিবেশ চেয়েছেন পরীক্ষা কেন্দ্রে। আমরাও তাই চাই। দেশবাসী সকলেই চায়। তবে আগের প্রয়োজনীয় কাজগুলি করা হলে আটঘাট বাঁধতে এমন ঢাক–ঢোল পেটাতে হয় না।

এরপরেও সর্বশেষ কথা হচ্ছে সেই টাকা পয়সা নিয়ে। বোর্ডের ভিজিল্যান্স টিমের ব্যয় কর্তৃপক্ষ ব্যয় করলেও মাসাধিককাল প্রহরা থেকে শুরু করে পরীক্ষা কেন্দ্রে সফরকারী সকল কর্মকর্তাদের আপ্যায়নের এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে যাতায়াতের ব্যয়ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হয়। আর এ টাকাটা দিতে হয় গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশ নেবার সময়। এ ব্যাপারে আপনাদের কিছু বলার আছে কি? আশা করব আগামী বছরের পরীক্ষার পূর্বে হয়ত এ সকল সমস্যার সমাধানের খবর পাব। এবং আজ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সারাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

—নির্মল সেন